দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৩ FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ছুটি না নিয়ে বিদেশে থাকায় ঢাবির ২ শিক্ষক চাকরিচ্যুত

গবেষণা নকলের দায়ে এক শিক্ষকের পদাবনতি

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নোটিস পেয়েও তাতে সাড়া না দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এছাড়া ছুটি না নিয়ে দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুতি করার জন্য ডিনদের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, অন্যের গবেষণা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আরেক শিক্ষকের পদাবনতি হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক হলেন—লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউটের প্রভাষক হিরালাল পাল, চাকরিচ্যুত্যের জন্য সুপারিশকৃত শিক্ষক হলেন —দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.গোলাম আজম এবং পদাবনতি হওয়া শিক্ষক হলেন বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মোঃ আবু সায়েম।

প্রভাষক হিরালাল পালের চাকরিচ্যুতির বিষয়ে একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান,হিরালাল সরকারি চাকরি করা অবস্থায় ছুটিতে দেশের বাইরে ছিলেন। তাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য নোটিস করেছিলাম। কিন্তু নোটিসে কোনো সাড়া না পেয়ে তাকে চাকরিচ্যুতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চাকরি সমাপ্তির জন্য সুপারিশের বিষয়ে সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম আজম বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে বিদেশে চলে যান। তাকে ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আট সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদানের জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বিদেশে চিকিৎসার জন্য ছুটি চান। ছুটি মঞ্জুর না করলে তিনি চাকরিচ্যুতের জন্য বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর না করে তাকে চাকরিচ্যুতের লক্ষ্যে ডিনের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সুপারিশ পাঠিয়েছেন।

পদাবনতির বিষয়ে সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড.মাকসুদ কামাল বলেন, বিশ্বধর্ম বিভাগের শিক্ষক মো: সায়েমের বিরুদ্ধে তার একটি গবেষণা প্রবন্ধ আল বিরুনীর 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব আদার'স রিলিজিয়ন' থেকে কপি করার অভিযোগ ওঠে। তদন্ত কমিটি এটির প্রমাণ পেয়েছে। ফলে নৈতিক স্খলনের কারণে তাকে সহযোগী অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী দুই বছর তাকে পদোন্নতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।